দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 21 20

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নাটোরে বিএনপি সমর্থকদের চাঁদাবাজি ৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

সংবাদদাতা, *নাটোর থেকে*

নাটোরের গুরুদাসপুরে সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ বিএনপি সমর্থকদের চাঁদাবাজি, হয়রানি ও হুমকির মুখে চার মাস ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের কক্ষে এখনও ঝুলছে তালা। ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর পরই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হয়। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁদের মারপিট ও লাঞ্ছিত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়া হয়।

জানা গেছে, গুরুদাসপুর উপজেলার বিলচলন শহীদ সামসুজ্জোহা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিনকে মারপিট করে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়। কলেজে তাঁর কক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাংচুর মামলায় ছাত্রদলের দুই নেতা আসামী হওয়ায় তাঁর এ পরিণতি। গত চার মাস ধরে তাঁর কক্ষে তালা ঝুলছে। রোজী মোজাম্মেল হক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ইব্রাহীম হোসেনের কাছে আট লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম হোসেন জানান, চাকরি ও প্রাণ বাঁচাতে গুরুদাসপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের এক নেতা জেলা বিএনপির এক শীর্ষ নেতার মধ্যস্থতায় আড়াই লাখ টাকা দিয়েও তিনি কলেজে ঢুকতে পারেননি। বাকি সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার দাবিতে তাঁকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। এ ঘটনায় অধ্যক্ষ ইব্রাহীম হোসেন সহকারী জজ আদালতে মামলা রুজু করেন। এতে তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। নাজিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ মিজানুর রহমানকে তিন লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। কাছিকাটা স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে হুমকির মুখে জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নিয়ে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। হুমকি দেয়া হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে তাঁকে দেখা গেলে লাশ ফেলে দেয়া হবে। তিনি ভয়ে এলাকা ছেড়েছেন। পোয়ালশুরা পাটপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হককে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পর তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়। আজিজুল হক হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নেয়ায় সরকারদলীয় সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কুপিয়েছে। তাঁকে বাঁচাতে স্কুলের অপর শিক্ষক সাদেক আলী ও স্থানীয় দলিল লেখক লালু মুহুরী সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন। লালু মুহুরীকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধানুড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলামকে স্কুল ত্যাগের হুমকি দিয়ে তার বাড়িতে কাফনের কাপড় ও আগরবাতি পাঠিয়ে মৃত্যুর জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। চন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজহারুল ইসলামের কাছে দেড় লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। এর মধ্যে ৩৫ হাজার টাকা তিনি দিয়েছেন। বাকি টাকার দাবিতে তাকে মারপিট করা হয়। মানসম্মান হারিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি রয়েছেন আতঙ্কে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নাকি নির্বাচনের আগে নৌকার পক্ষে কাজ করেছেন।